বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

প্লট #ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশন্স বিভাগ

শর্টকোড বরাদ্দপ্রাপ্তির শর্ত, বরাদ্দ এবং নবায়ন সংক্রান্ত

১। শর্টকোড বরাদ্দপ্রাপ্তির শর্তঃ

১.১) যে সকল প্রতিষ্ঠানের সেবা আপামর জনগনের সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর গ্রাহক কেন্দ্রিক, ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শর্টকোড বরাদ্দকরণ নীতিমালা-২০২০ অনুযায়ী ক্যাটাগরি-ই এর আওতায় চলমান নাম্বার সিরিজ থেকে নাম্বার বরাদ্দ নিতে হবে। অর্থাৎ তাদের ক্যাটাগরি-ই এর আওতায় নাম্বার বরাদ্দ প্রদান করা হলেও নাম্বার বাছাই করার কোনো সুযোগ থাকবে না। এখানে উল্লেখ্য, ক্যাটাগরি-ই এর আওতায় নাম্বার বরাদ্দপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে যেকোন প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই শর্টকোড বরাদ্দপ্রাপ্তির সকল শর্ত পূরণ করতে হবে।

১.২) বেসরকারি হাসপাতালসমূহের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) শয্যা বিশিষ্ট সরকার অনুমোদিত হাসপাতাল হতে হবে।

১.৩) যে সকল সেবা প্রদানকারী (উদাহরণস্বরূপঃ ডায়াগনস্টিক সেন্টার, রিয়েল এস্টেট, বীমা প্রতিষ্ঠান, খাদ্যদ্রব্য বিষয়ক সেবা, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি) প্রতিষ্ঠান শর্টকোড বরাদ্দ প্রাপ্তিতে আগ্রহী, তাদের দেশব্যাপি অর্থাৎ কমপক্ষে সকল বিভাগীয় শহরে বিস্তৃত সেবাকেন্দ্র এবং সুপরিচিত সেবা প্রদান ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সকল ক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার অনুমোদন থাকতে হবে।

১.৪) 'Customer Service' এর জন্য শর্টকোড বরাদ্দ প্রাপ্তিতে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রাহক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দৈনন্দিন ভিত্তিতে গড়ে কমপক্ষে ৩০০ কল প্রাপ্তির প্রমাণ দাখিল করতে হবে। অর্থাৎ যাদের সেবা প্রদান শর্টকোডের উপর নির্ভরশীল নয়, সেসকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠিত এবং বহুল ব্যবহৃত Customer Service বিষয়ক বিদ্যমান কল সেন্টার থাকতে হবে।

১.৫) শর্টকোডের মাধ্যমে IVR ভিত্তিক সেবা পরিচালনার ক্ষেত্রে চার্জিং সিস্টেম ও সেবা প্রদানের ব্যাপ্তি (এজেন্ট সংখ্যা, চার্জিং সিস্টেম ইত্যাদি) সরেজমিনে পরিদর্শন শেষে সন্তোষজনক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শর্টকোড বরাদ্দের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

১.৬) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সরকার অনুমোদিত জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে শর্টকোড বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

১.৭) ট্রাভেল এজেন্সির ক্ষেত্রে দেশব্যাপি অর্থাৎ বিভাগীয় শহরগুলোতে বিস্তৃত সেবা প্রদান কেন্দ্র ও সুপরিচিত সেবা প্রদান ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং যথেষ্ট সংখ্যক গ্রাহক সেবা প্রদান বিষয়ক প্রমাণক দাখিল করতে হবে।

১.৮) ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্যাটাগরি-ডি এর আওতায় শর্টকোড বরাদ্দ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সারাদেশব্যাপি বিস্তৃত বিতরণ ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং ব্যাপকভাবে পরিচিত ও ব্যবহৃত ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) ধরণের পণ্য উৎপাদনকারী হতে হবে।

১.৯) একই মালিকানাধীন একাধিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে একাধিক শর্টকোড সাধারণভাবে বরাদ্দ প্রদান করা হবে না। তবে কোন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পূর্বে বরাদ্দকৃত শর্টকোড লেয়ারিং এর মাধ্যমে যদি উপযুক্ত সংখ্যক পণ্য বা সেবার জন্য ব্যবহার করা হয় এবং অধিকতর কোন পণ্য/সেবার জন্য ব্যবহারের সুযোগ না থাকে, সেক্ষেত্রে একই মালিকানাধীন অপর প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে শর্টকোড বরাদ্দের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

Sumaiya Rahman.

(সুমাইয়া রহমান)
সহকারী পরিচালক
ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস্ বিভাগ
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

২। শর্টকোড বরাদ্দঃ

২.১) ন্যাশনাল নাম্বারিং প্ল্যান-২০১৭ অনুযায়ী শর্টকোড নম্বারসমূহ বরাদ্দকরণ এবং শর্টকোড বরাদ্দকরণ নীতিমালা-২০২০ অনুযায়ী এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং চার্জিং করা হয়ে থাকে। শর্টকোড বরাদ্দকরণ নীতিমালা-২০২০ অনুযায়ী ০৫ (পাঁচ) ক্যাটাগরিতে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী শর্টকোড নাম্বার বরাদ্দ প্রদান করা হয়ঃ-

ক্যাটাগরি	যোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ	বরাদ্দ ফি (*)	অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিং ফি (*)	নবায়ন ফি (*)
ক্যাটাগরি-এ	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জাতীয় সংসদ, সরকারি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সশস্ত্র বাহিনী , জাতীয় নিরাপত্তা সেবা, সাংবিধানিক সংস্থা।	ফ্রি	নাই	বরাদ্দ ফি এর ৫০%
ক্যাটাগরি-বি	সরকারি বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সরকারি দপ্তর সংস্থা (নন-প্রফিট), স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা	১,০০,০০০/- টাকা	৫,০০০/- টাকা	
ক্যাটাগরি-সি	বাণিজ্যিক সেবা প্রদানকারী সরকারি সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিসমূহ, বিটিআরসি থেকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত টিভ্যাস (TVAS) অপারেটর	১,৫০,০০০/- টাকা	৫,০০০/- টাকা	
ক্যাটাগরি-ডি	তথ্য, ব্যাংকিং, আর্থিক, শিক্ষা, বিনোদন, জরুরি চিকিৎসা, ট্যুরিজম ইত্যাদি পরিষেবা প্রদানকারী যেকোন বেসরকারি সংস্থা।	২,০০,০০০/- টাকা	৫,০০০/- টাকা	
ক্যাটাগরি-ই (Special Category)	পাবলিক/প্রাইভেট সংস্থা যারা নিজেদের পছন্দমত শর্টকোড শর্টকোড নম্বার বরাদ্দ পেতে ইচ্ছুক।	৪,০০,০০০/- টাকা	৫,০০০/- টাকা	

(*) সরকারি বিধিমোতাবেক ভ্যাট ও অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য

২.২) আগ্রহী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিটিআরসি'র ওয়েবসাইট (www.btrc.gov.bd) থেকে শর্টকোড বরাদ্দ ফর্ম সংগ্রহ করে, বরাদ্দ ফর্মের উল্লেখিত ডকুমেন্টসমূহ (শর্টকোড বরাদ্দ ফর্ম, সেবার বিবরণী, ট্রেড সার্টিফিকেট, টিন সার্টিফিকেট, ট্যাক্স সার্টিফিকেট, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম, ব্যবসার ধরণ অনুযায়ী হালনাগাদকৃত সরকারি অনুমোদনপত্র ইত্যাদি) সংযুক্ত করে ফরোয়ার্ডিং লেটারসহ অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে হবে।

২.৩) সকল ধরণের ফি (অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিং ফি, বরাদ্দ ফি, নবায়ন ফি এবং বিলম্ব ফি) পে-অর্ডারের মাধ্যমে বিটিআরসি'র অনুকূলে প্রদান করতে হবে। ফি প্রদান করার পরে অবশ্যই বিটিআরসি'র অর্থ-হিসাব ও রাজস্ব বিভাগে পে-অর্ডার জমা দিয়ে এর রিসিভিং কপি সংগ্রহ করতে হবে। পরবর্তীতে আবেদনপত্রের সাথে এই কপিটি সংযুক্ত করে দিতে হবে।

২.৪) দাখিলকৃত আবেদনপত্র যাচাই করার পরে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান সরজমিনে পরিদর্শন কিংবা ইন্টারভিউ নেওয়ার পরে যোগ্য প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে শর্টকোড বরাদ্দ প্রদানের জন্য বিটিআরসি থেকে ডিমান্ড লেটার জারি করা হবে। নতুন শর্টকোড বরাদ্দকরণের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ফি ডিমান্ড লেটার প্রাপ্তির পূর্বে প্রদান করা যাবে না।

(সুমাইয়া রহমান)
সহকারী পরিচালক
ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস্ বিভাগ
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

২.৫) ডিমান্ড লেটার জারির ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে অবশ্যই শর্টকোড বরাদ্দ ফি প্রদান করে অন্যান্য ডকুমেন্টসহ পুনরায় অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে হবে। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে ০৫ (পাঁচ) ডিজিটের শর্টকোড বরাদ্দ এবং সংযোগ অনুমোদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রদান করা হবে। এই সময়ের মধ্যে বরাদ্দ ফি প্রদানে ব্যর্থ হলে, শর্টকোড বরাদ্দকরণ নীতিমালা-২০২০ এর ধারা ৫.৭ অনুযায়ী ক্যাটাগরিভিত্তিক বরাদ্দ ফি'র উপরে ১৫% হারে বিলম্ব ফি আরোপিত হবে।

২.৬) ডিমান্ড লেটার জারি হওয়ার ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে বরাদ্দ ফি প্রদান না করলে জারিকৃত ডিমান্ড লেটার বাতিল বলে গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে প্রার্থির পুনঃ আবেদনের ক্ষেত্রে ক্যাটাগরিভিত্তিক বরাদ্দ ফি'র উপরে ১৫% হারে জরিমানা আরোপিত হবে।

৩। শর্টকোড নবায়নঃ

৩.১) শর্টকোড বরাদ্দপত্র জারির তারিখ থেকে ঠিক ০১ (এক) বছর পর্যন্ত সময়কালকে শর্টকোডের বরাদ্দকাল ধরা হয়। এই ০১ (এক) বছরকাল পর্যন্ত শার্টকোডের মেয়াদ বহাল থাকে। পরবর্তীতে শর্টকোড ব্যবহারের প্রয়োজন হলে অবশ্যই এই মেয়াদোত্তীর্ণের পূর্বেই আবেদন করতে হবে।

৩.২) মেয়াদোত্তীর্ণের পরে শর্টকোড নবায়নের আবেদনের ক্ষেত্রে, শর্টকোড বরাদ্দকরণ নীতিমালা- ২০২০ এর ধারা ৫.১২ অনুযায়ী সার্ভিস ক্যাটাগরি অনুযায়ী নবায়ন ফি'র উপরে ১৫% হারে বিলম্ব ফি প্রদান করতে হবে।

৩.৩) নবায়ন ফি কিংবা বিলম্ব ফি প্রদানের পরে নিম্নলিখিত ডকুমেন্টস সংযুক্ত করে অনলাইনে শর্টকোড নবায়নের লক্ষ্যে আবেদন পত্র দাখিল করতে হবে-

ক) ফরোয়ার্ডিং লেটার

খ) পে-অর্ডারের রিসিভিং কপি।

গ) পূর্ববর্তী বছরের নবায়ন অনুমোদন পত্র কিংবা শর্টকোড বরাদ্দ এবং সংযোগ অনুমোদন পত্র।

৩.৪) শর্টকোড বিধিমোতাবেক এবং নিয়মিত ভিত্তিতে নবায়ন করতে হবে। অন্যথায় বিটিআরসি কোন নোটিশ ব্যতিরেকে শর্টকোড বরাদ্দ বাতিল করতে পারবে।

(সুমাইয়া রহমান)
সহকারী পরিচালক
ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস্ বিভাগ
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন